আসুন রুখে দাড়াই

মীজান রহমান

আমার এই শরিয়াবিরোধী লেখাটি কি শরিয়ার পরও আমি লিখতে সাহস পাব ? তারা কি আমাকে মুরতাদ আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে ? তখন আমার স্বাধীনতার কি অবস্থা হবে, যে-স্বাধীনতা আমি পরম নিশ্চিন্তে ভোগ করে এসেছি গত ৪৩ বছর ধরে ?... ...

জঙ্গী মৌলবাদের ধ্বংসলিপ্সা থেকে মুসলমান জাতি ও মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার জন্যে দেশেবিদেশের নানা জায়গায় গড়ে উঠছে মুক্তমনা চিন্তাবিদদের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সংখ্যায় হয়ত এখনো নগণ্য তারা, কিন্তু বিদ্যায় বুদ্ধিতে চিন্তায় চেতনায়, সর্বোপরি, মানবচিত্তের সার্বিক মুক্তিকামনায়, তারা উগ্রবাদীর চাইতে শতগুণ শক্তিমান। পাঠক যদি আগ্রহী হন এদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত খবর জানতে তাহলে আন্তর্জালের মুক্তমনা সাইটটি (www.mukto-mona.com) নিয়মিত পড়ুন। আর যদি বাংলাদেশের জামাতীদের পেটের কথা জানতে চান তাহলে দেখুন www.jamatepislami.com ... ...

মনে হয় ওরা এসে গেছে। আক্রমণ হয়ত অতি আসন্ন।

না, নতুন কোনও হিটলারের কথা বলছি না আমি। আধুনিক আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ানেরও খবর পাওয়া যায়নি কোথাও। কিম্বা দুরের কোনও অচেনা গ্রহ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেনি কোনও অজানা শত্রু। এ-শত্রু আমাদেরই অত্যন্ত পরিচিত শত্রু। এ-শত্রুর নাম শরিয়া। শরিয়ার সশস্ত্র সেনারা এখন আমেরিকার উপকূলে। বেশ অনেকদিন ধরেই শরিয়ার মৃদু গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিল আমাদের অন্টারিও প্রদেশে। তেমন গা করিনি। হাস্যকর, অবাস্তব, অসার কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছি। জানি যে বাংলাদেশের রাজাকাররা ক্যানাডাতে এসে ভিড় জমিয়েছে, জামাতের দোসররাও ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে মুসলিম বিশ্বের আনাচকানাচ থেকে। জানি যে তারা মসজিদে মসজিদে পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ঘৃণা, বিদ্বেষ আর হিংসার বীজ। কিন্তু তারা যে অন্টারিওর আইনের ভেতরে শরিয়ার বিষ ঢোকাতে চেষ্টা করবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। এদেশের মানুষ বহুশতাব্দীর সাধ্যসাধনার পর একটি মানবতাভিত্তিক সংবিধান দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে, যার মুল মন্ত্রই হল সমান

অধিকার, -ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, গোত্র, ভাষা, কৃষ্টি নির্বিশেষে। 'সবার চেয়ে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,' এই সনাতন বুলিটি আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কেবলি বুলি, কিন্তু এদেশে সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ক্যানাডার 'চার্টার অব রাইট্স্' ধর্মগ্রন্থের মতই পবিত্র। চার্টারের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে এদেশের মানুষ সরকারের পতন ঘটায়, উত্থান ঘটায়, এমনকি প্রয়োজন হলে যুদ্ধে যেতেও প্রস্তুত হবে। মানবাধিকারের এই সনদটিকে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র বলে সম্মান করে বলেই পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানাপ্রকারের মানুষ (বাংলাদেশের খুনি, রোয়াণ্ডার খুনি বা যেকোন দেশের খুনিরাও) এখানে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং প্রার্থী হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে নিষ্পত্তির আগ পর্যন্ত সরকারের আতিথেয়তা ভোগ করে। এই সনদের আকর্ষণেই মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু মেয়ে শরিয়ার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ক্যানাডায় চলে এসেছে। শরিয়া সম্বন্ধে পশ্চিমের কোন ধারণাই ছিল না আগে। ৯/১১'র পরে কারো কারো চোখ খুলতে শুরু করেছে। শরিয়া যে কোন নারীবাদী মতাদর্শ নয় সেটি অনেকেই টের পেয়েছে। তবে বেশির ভাগই পায়নি। অন্তত অণ্টারিওর বর্তমান সরকার যে এখনো পায়নি তার লক্ষণ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ১৭ই জানুয়ারীর Ottawa Citizen-এর প্রথম পৃষ্ঠায় Bob Harvey-র কলাম পড়ে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। বলে কি ? সত্যি সত্যি শরিয়া এসে যাচ্ছে এখানে ? সরকারের চোখে ধুলো দিতে পারল তারা ? Harvey সাহেবের কলাম পড়ে তো তাই মনে হল। ঘটনাটা হল এরকম ঃ অণ্টারিওর কতিপয় শরিয়াপন্থী ধর্মীয় নেতা সরকারেরকাছে আবেদন করেছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈবাহিক, পারিবারিক ও অন্যান্য ছোটখাটো বৈষয়িক বাদবিসংবাদগুলো তাদেরই ধর্মীয়, অর্থাৎ শরিয়া আইন অনুসারে. নিজেদের সম্প্রদায়ের ভেতরে সালিশ আদালতের (ArbitrationCourt) মাধ্যমে মীমাংসা করার অধিকার দেওয়া হোক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্মীয় আদালতের নজির সরকার নিজেই সৃষ্টিকরেছিল আগে। ক্যাথলিক ও মেননপন্থীরা অনেকদিন থেকেই এ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। Harvey-র লেখা পড়ে জানলাম যে ইসমাইলী মুসলমানদেরও সে-অধিকার আছে। বলা বাহুল্য যে ইহুদী সম্প্রদায়ও তা থেকে বঞ্চিত নয়। সুতরাং আমাদের শরিয়াবাদীরাও যে একই দাবি তুলবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আবেদনপত্র পাবার পর প্রাদেশিক সরকারের আইনমন্ত্রী মাইকেল ব্রায়াণ্ট একটি কমিশন গঠন করলেন বিষয়টি আদ্যোপান্ত বিচার যাচাই করে রিপোর্ট তৈরি করার জন্যে। কমিশনের ভার দেওয়া হল Marion Boyd নামক এক মহিলার ওপর, যিনি এককালীন NDP সরকারের নারীবিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীমতি Boyd সম্প্রতি তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন। এবং দুঃখের বিষয় যে তিনি শরিয়ার কোন কোন বিধান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উদ্বেগ প্রকাশ করলেও মোটামুটিভাবে তার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। সরকার যদি তাঁর সুপারিশ মেনে নেয় তাহলে এ প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায় ইচ্ছে করলে তাদের পারিবারিক মামলার নিষ্পত্তির জন্যে প্রাদেশিক জজের আদালতে না গিয়ে ধর্মীয় আদালতে যাবার অধিকার পাবে। শরিয়া আইনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হলেন টরণ্টোর এক অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী -তাঁর নাম সৈয়দ

মোমতাজ আলী। Canadian Islamic Congress-এর সহসভাপতি Wahida Valiante নিজে নারী হওয়া সত্ত্বেও শরিয়ার প্রচণ্ড সমর্থক। অন্যদিকে Canadian Council of Muslim Women-এর নির্বাহী পরিচালক পোষণ করেন সম্পুর্ণ ভিন্ন মত। তিনি বলছেন ঃ "মুসলিম আইন পুর"ষতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ আইন পুর"ষকে নারীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার দেয়। পুর"ষের বিচারই শেষ বিচার, অলংঘ্য বিচার। মুসলিম নারীর কর্তব্য হল পুর"ষকে মান্য করা, পুর"ষের বিধানকে অকাট্য বলে গণ্য করা।"

এই বিশ্বাসকে "Absolute nonsense" বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন Wahida Valiante। অটোয়া-গ্যাটিনোর Muslim Community Council-এর সভাপতি মোমতাজ আক্তার সাহেবের তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়েছিন।বলছেন ঃ

> "শরিয়াবিরোধীদের ধারণাই নেই তারা কি নিয়ে কথা বলছে।"

উক্তিটা আমার গায়ে লাগল, কারণ আমি নিজে শরিয়াবিরোধী। আমি কি নিয়ে কথা বলছি সেটা আমার জানা উচিত। তাই আজকে আমি পাঠকের সঙ্গে বসে শরিয়া নিয়ে একটু আলাপ করতে চা"ছি। পুরো আইনগ্রন্থ নিয়ে বসা সম্ভব নয়, শুধু কয়েকটি নমুনা পেশ করব শরিয়া আইনের যা থেকে আমার উদ্বেগ ও আশংকার কারণটা অনুমান করা যাবে। Harvey সাহেবের কলাম থেকে জানলাম যে ইসমাইলী সম্প্রদায়ের শরিয়া যুক্তির অন্যতম
ভিত্তি কোরাণেরই একটি উক্তি ঃ

"If you fear a breach between them twain, appoint arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace, Allah will cause their conciliation."

ধর্মগ্রন্থ নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তারা জানবেন যে এই উদ্ধৃতিটি আবদুলাহ ইউসুফ আলীর তরজমা থেকে তোলা (৪ ঃ৩৫)। খুবই যুক্তিসঙ্গত উক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ঠিক আগের আয়েতটিতে (৪ ঃ৩৪) কি লেখা আছে সেটাও বোধহয় উদ্ধৃতির দাবি রাখে ঃ

> "As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them, refuse to share their beds, beat them..."

উক্তিটির তাৎপর্য এতই সুদুরপ্রসারী যে ইউসুফ আলী সাহেবের অনুবাদে কোন ভুল ত্রুটি আছে কিনা সেটা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাই আমি চবহমঁরহ প্রকাশিত N.J.Dawood এবং ইসলামিক বুক সার্ভিস প্রকাশিত Muhammad Marmaduke Pickthall-এর তরজমা -দুটোই মিলিয়ে দেখলাম তার সঙ্গে।

Dawood এ আছেঃ (4:34)

> "Men has authority over women because God has made the one superior to the other, and because they spend their wealth to maintain them. Good women are obedient. They guard their unseen parts because God has guarded them. As for those from whom you fear disobedience, admonish them, forsake them in beds apart, and beat them..."

ওদিকে Pickthall বলছেনঃ (4:34):

> "Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are obedient, guarding in secret that which Allah bath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them in beds apart, and scourge them. ..."

অর্থাৎ, একটু হেরফের হলেও, মুল বক্তব্য একটিই। এতে কি এই প্রমাণ হয় না যে Alia Hogben যা বলেছেন আসলে সেটাই কোরাণসম্মত কথা ? সুতরাং Wahida Valiante-র "Absolute nonsense" অভিযোগটা মনে হয় উল্টো তাঁর নিজের বেলাতেই প্রযোজ্য। অটোয়া-গ্যাটিনোর মাননীয় মোমতাজ আক্তারও সম্ভবত জানেন না তিনি কি বলছেন।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এ-দুজনের কেউ কোরাণ ভাল করে পড়েননি। পড়লেও বোঝেননি কিছুই। বুঝলে এসব ছ্যাবলা অপবাদ দিতেন না শরিয়াবিরোধীদের। উপরোক্ত আয়েতটির পরিপ্রেক্ষিতে বা এর মদদেই হয়ত শরিয়াতে বিধিবদ্ধ হয়েছে তথাকথিত Shafi'i Law (#m.10.12 p.541 & 0.17.4 p.519) :

> "A Muslim man is allowed to beat his wife or wives."

প্রসঙ্গত উল্লেখ না করে পারা গেল না যে কোরাণের এই আয়াতটিতে নারী-পুর"ষের আপেক্ষিক মান বা গুর"ত্ব সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে তা ক্যানাডার 'লিঙ্গনির্বিশেষে সমান অধিকার' সুত্রের সম্পুর্ণ বিপরীত। সুতরাং অন্টারিওর প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত যে শরিয়ার সঙ্গে আমাদের চার্টারেরই একটা মৌলিক বিরোধ রয়ে গেছে। মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে পশ্চিমের লোক আর কিছু জানুক বা না জানুক একটা জিনিস কারো অজানা নয় যে মুসলিম পুর"ষের জন্যে চার বিয়ের অধিকার আছে। কার্যত হয়ত সেটা বিরল, কিন্তু আইনত একসাথে চার বিবি থাকা সম্ভব। ২১শে জানুয়ারী Ottawa Citizen-র আরেকটি খবরে পড়লাম (এটিও প্রথম পৃষ্ঠায়) যে Canadian Islamic Congress-এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ এলমাসরি ক্যানাডার সাম্প্রতিক সমকামী বিবাহের ওপর কটাক্ষ করতে গিয়ে বলেছেন যে, তার চেয়ে বরং বহুবিবাহকে (অর্থাৎ ইসলাম সম্মত) অনেক হিতকর। তাঁর মতে গোপন প্রেমিকার চাইতে দ্বিতীয় স্ী নৈতিকভাবে শ্রেয় কারণ এতে প্রথম স্ীর সম্মতি আছে। এই বলেই তিনি ক্ষান্ হননি, পশ্চিম সমাজের অজ্ঞ ও অর্বাচীন পাঠকদের অবগতির জন্যে তিনি এ'ও বলছেন ঃ "দ্বিতীয় স্ী, এবং স্ীদের ছেলেমেয়েরা, একই পরিবারের ছত্রছায়ায় সমান অধিকার ও সমান ব্যবহার ভোগ করে।" যুগপৎ একাধিক স্ীর মত ন্যাক্কারজনক অমানবিক প্রথাটির আলোচনায় না গিয়ে আমি শুধু তাঁর "সমান" শব্দটির ওপর মন্ব্য করব। "সমান ব্যবহার" কথাটা যে কোরাণবিরোধী সেটা বোধহয় এলমাসরি সাহেব ভেবে দেখেননি। তাহলে আমি একটি আয়াতের দুটি অনুবাদ পেশ করব ঃ

Abdullah Yusuf Ali : (4:129)

> "You are never able to be fair and just, as between women, even if it is your ardent desire... ."

Dawood বলছেন ঃ (4:126)

> "Try as you may, you cannot treat all your wives impartially. Do not set yourself altogether against any of them, leaving her, as it were, in suspense."

অর্থাৎ কোরাণ যা বলছে, সাধারণ বুদ্ধিতে সেটাই বাস্ব। এলমাসরি যা বলছেন, তা শুধু কোরাণবিরোধীই নয়, যুক্তি হিসেবে উদ্ভট ও অবাস্ব। তাছাড়া একটা জিনিস তাঁর মাথায় ঢুকছে না যে একাধিক স্ীর ধারণাটিই চার্টারের পরিপন্থী। লোকটি সম্বন্ধে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে তিনি চার্টার তো বোঝেনই না, কোরাণও বোঝেন না।

অন্টারিওতে শরিয়া আইন চালু করার আগে প্রাদেশিক সরকারের আরো ক'টি বিষয় বিবেচনা করে দেখা উচিত। যথা ঃ

(১) উত্তরাধিকার আইন ঃ পুর"ষের অর্ধেক পাবে মেয়ে। Dr. Abdur Rahman Doi, p.299

(২) পরকীয়া প্রেম এবং ধর্ষণ, যা দণ্ডনীয় অপরাধ (হাদ, অর্থাৎ আল্লার শাস্তি), তার প্রমাণের জন্যে প্রয়োজন ঃ

> (ক) হয় দোষী তার দোষ স্বীকার করবে, নয়ত (খ) কমপক্ষে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুর"ষকে সাক্ষ্য দিতে হবে। এ আইনটি শুধু Shafi'i Law # 0.24.9-তেই নয়, কোরাণেও আছে।

(৩) স্ত্রীকে স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার আছে, এবং তার জন্যে শুধু মুখের উ"চারণই যথেষ্ট। সে-উ"চারণ রাগের মাথায় হোক, গাঁজার নেশায় হোক, কারো জোরজবরদস্তিতে হোক বা ঠাট্টা করেই হোক। সে যে উ"চারণ করেছে তার সাক্ষী থাকলেই হল। বলা বাহুল্য যে এ-অধিকারটি স্ত্রীদের নেই। মুখের কথা দুরে থাক প্রাণের ভয়েও কোন স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না এত সহজে। দ্রষ্টব্য ঃ Shafi'i Law # N 3.5, p.560; Hanafi Law, p.81, 523; Deen Ki Bnate, Maolana Ashraf Ali, Thanvi, p.254, Law 1537, 1538, 1546 and 2555.

(৪) স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সঙ্গে বি"ছেদ ঘটানোর একমাত্র উপায় শরিয়া আদালতকে রাজী করানো। শুধু তাই নয়, স্বামীকে আর্থিক ক্ষতিপুরণ দিতে হবে। দ্রষ্টব্য ঃ Hanafi Law, p.112; Shafi'i Law, # n.5.0, w.52- 1-253-255; Sharia the Islamic Law by Dr. Abdur Rahman Doi, p.192.

(৫) মনে কর"ন রাগের মাথায় বউ তালাক দেওয়ার পর স্বামী জিভ কেটে বউকে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। উঁহুঁ, এত সহজ নয় বাবা। মুখের কথায় তালাক হয়, মুখের কথায় পুনর্মিলন হয় না। অনেক ঝামেলা আছে। তবে স্ত্রীর ঝামেলার সঙ্গে স্বামীর ঝামেলার কোন তুলনাই হয় না। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে প্রথমে অন্য কোন পুর"ষের স্ত্রী হতে হবে। না, শুধু কাগজে কলমে হলে চলবে না, শয্যাসঙ্গিনী হয়ে সহবাস করতে হবে, অন্তত একবার। তারপর নতুন স্বামী যদি দয়া করে তাকে আবার তালাক দেয়, তাহলেই তার

মুক্তি। কেবল এই শর্তেই স্ী তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। মুসলিম আইনে এর নাম হল ‘হিলা বিয়ে।’ দ্রষ্টব্য ঃ Islamic Laws by Ayatollah Seestani, Law # 2536, p.469; Hanafi Law, p.15; Shafi’i Law #p.29.1, p.673.

আমি প্রশ্ন না করে পারছি না এখানে যে শরিয়া সমর্থকরা কি এ-আইনটিও অণ্টারিওর মুসলিম সমাজে চালু করার কথা ভাবছেন ? যদি না ভেবে থাকেন তাহলে জানতে চাইব, কেন না। শরিয়া আইন যদি এতই মহৎ, এতই পবিত্র জিনিস হয়ে থাকে তাহলে একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা কেন। Canadian Islamic Congress-Gi Wahida Valiante-কেও আমি জিজ্ঞেস করব, এ-আইনটি জেনেও কি তিনি Alia Hogben-এর যুক্তিকে “Absolute nonsense” বলে উড়িয়ে দেবেন। খোদা না কর“ন, তাঁর ভাগ্যে যদি এধরণের বিবাহবি”ছদেও ঘটনা ঘটে যায় কোনদিন তাহলে কি তিনি নিজে হিলা প্রথাতে পরপুর“ষকে একরাতের জন্যে বিয়ে করতে সম্মতি দেবেন ?

(৬) মুসলিম আদালতে কোন দাসদাসী (বর্তমান যুগের চাকরচাকরাণীও নিশ্চয়ই তার অন্ ভুর্ক্ত), মেয়ে গায়িকা বা কোন নিচু শ্রেণীর লোক (মেথর, ঝাড়দার ইত্যাদি), এদের সাক্ষ্যের কোন দাম নেই। Hanafi Law, p.361; Shafi’i Law # 0.24.3.3, p.636.

লক্ষ্য কর“ন যে এ-আইনে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকেই খাটো করে দেখা হ”ছে না শুধু, গান গাওয়া মেয়েদেরও সেই দলে ফেলা হ”ছে। এতে অনুমান করা যায়, শিল্পকলা, বিশেষ করে কণ্ঠসঙ্গীতের প্রতি শরিয়াবাদীদের কি মনোভাব। আফগানিস্ানের তালেবানরা যে গানবাজনা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল তার পেছনে ইসলামী আইনের সমর্থন ছিল বৈকি।

(৭) হুদুদ মামলাতে মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয় না। Hanafi Law, p.353; Shafi’i Law # 0.24.9, p.638; Penal Law of Islam, p.44,45.

(৮) ব্যবসাবাণিজ্যের কথাবার্তায় মেয়েদের কথার দাম পুর“ষের অর্ধেক। Hanafi Law, p.352; Shafi’i Law # 0.24.7, p.637.

(৯) বি"ছেদের পর বা"চাদের ওপর মায়ের দাবি অগ্রগণ্য। তবে একটা শর্ত আছেঃ মেয়েকে নামাজী হতে হবে এবং অবিবাহিত থাকতে হবে। বা"চারা যখন বড় হয় (ছেলে হলে ৯ বছর, মেয়ে হলে ৭) তখন সে-অধিকারটা চলে যায় বাবার কাছে। Hanafi Law, p.138, 139; Shafi'i Law # m.13.0, p.550.

(১০) স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব সম্পুর্ণভাবে স্বামীর -আহার, বস্ত্র ও বাসস্থান। তবে প্রসাধন দ্রব্য বা চিকিৎসার খরচ বহন করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য স্ত্রী অবাধ্য হলে তাকে কিছুই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। Hanafi Law, p.140; Shafi'i Law # m.11, p.644; Tafsier of Translation of the Qura'an by Muhuddin Khan, p.867.

(১১) মুসলিম মেয়ে শুধু মুসলিম ছেলে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তবে মুসলিম ছেলে ই"ছে করলে ইহুদী বা খ্রীষ্টান মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য কোন মুসলিম মেয়ে যদি ধর্মান্তরিত হয়ে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায় তাহলে মুসলিম ছেলের জন্যে তাকে বিয়ে করা বারণ। Tafseer of Qura'an, Muhiuddin Khan, p.120.

(১২) কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব নয় বিয়ের কন্যার অভিভাবক হওয়া। Hanafi Law, p.138, 139; Shafi'i Law # m.3.4.1, p.518.

(১৩) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর প্রাপ্য হল অনুর্ধ তিনমাসের ভরণপোষণের খরচ, তার বেশি নয়। Hanafi Law, p.145; Shafi'i Law # m.11.10.3, p.546.

(১৪) শরিয়া অনুযায়ী পালক সন্তান অবৈধ। Sharia the Islami Law by Dr. Abdur Rahman Doi, p.468.

(১৫) কোন নারী নিহত হলে তার ক্ষতিপুরণের টাকা পুর"ষের অর্ধেক, এবং ক্ষতিপুরণের টাকা দাবি করার অধিকার শুধু পুর"ষেরই, নারীর নয়। Shafi'i Law # 0.4.9, p.590; Sharia the Islamic Law by Dr. Abdur Rahman Doi, p.235.

(১৬) ধর্ষিতা নারীকে বিয়ে করার বাধ্যবাধকতা নেই ধর্ষকের, শুধু ক্ষতিপুরণের টাকা দিয়েই খালাস পাবে। Shafi'I Law # m.8.10, p.535.

এধরণের দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে। উপরোক্ত সুত্রগুলো হাতে পেলেই বুঝতে পারবেন। এখন আমি প্রশ্ন তুলব ঃ এসব জেনেশুনেই কি অন্টারিও প্রদেশের কোন মুসলমান নারী শরিয়া কোর্টে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করতে চাইবেন? Wahida Valiante নিজেও কি চাইবেন?

Marion Boyd এর সমর্থনসূচক রিপোর্ট থেকে মনে হ"ছে শরিয়া বুঝি শেষ পর্যন্ত এসেই গেল অন্টারিওতে। এসে যদি যায়ই উত্তর আমেরিকাতে এই হবে তাদের প্রথম পদক্ষেপ। এর পর শরিয়ার বিজয়পতাকা কোথায় কোথায় উড়বে কে জানে। অন্টারিও হল ক্যানাডার জনবহুল ও সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ। মৌলভীসাহেবরা যদি এখানে একবার নাক গলাতে পারেন তাহলে অন্য প্রদেশগুলোতে যেতে আর কত সময় লাগবে। যুক্তরাষ্ট্রে যেতেই বা কদ্দিন। মুসলমান তো এখন কম নেই কোথাও। নিজেদের দেশে টিকতে পারেনি, মারামারি কাটাকাটি হৈ হৈ রৈ রৈ তো লেগেই আছে সারাক্ষণ। বিশেষ করে শরিয়াশাসিত দেশগুলোতে। আমি বিশেষ করে ভাবছি সেইসব মুসলিম নারীর কথা যারা শরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ক্যানাডা-আমেরিকাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তারা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে যে সেই শরিয়াই তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে চলে আসবে পশ্চিমে ? তারা এখন কোথায় আশ্রয় নেবে ? Marion Boyd কি একবার ভেবে দেখেছেন তাদের কথা ? একবারও কি ইউরোপের উদাহরণ দেখবার চেষ্টা করেছেন ? নেদারল্যাণ্ডে বসবাসকারী আইরিস নাবক একটি নিগৃহীত মুসলিম নারীর দুর্দশার কথা কি তিনি পড়েছেন 'সাপ্তাহিক গার্ডিয়ান'এর পৃষ্ঠায় ? পড়েননি নিশ্চয়ই। পড়লে বুঝতে পারতেন শরিয়াবাদী গোঁড়া মুসলমানরা কেমন করে ইঁদুরের মত ঢুকে কালে কালে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে হিংস্র শ্বাপদের রূপ নেয়। পড়লে বুঝতে পারতেন কেন এবং কাদের চক্রান্তে ভ্যান গ'র মেধাবী বংশধরকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হল তাঁর নিজেরই দেশের প্রকাশ্য রাজপথে। জানি, অন্টারিওর শরিয়াবাদীরা আজকে মুষিকের নম্রস্বরে বলছেন, শরিয়া কোর্টে যাওয়া কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এটা পুরোপুরি স্বে"ছামুলক। কিন্তু একবার ক্ষমতা হাতে এলে সে-ক্ষমতা তারা কিভাবে ব্যবহার করবেন সে-কাহিনী এদেশের সরলবিশ্বাসী ন্যায়নিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গদের জানার কথা নয়, কিন্তু আমরা জানি। আমরা মৌলভীসাহেবদের ভয়াবহ চেহারা দেখেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে। আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদরা যখন শত্রু হারিয়ে বিজয় ঘোষণা করে কাবুলের নগরকেন্দ্রে তখন খুশির চোটে কাবুলবাসীরা মিষ্টির দোকানে ভিড় জমিয়েছিল। তারা কল্পনাও করেনি যে এই তালেবানরাই শরিয়ার ডাণ্ডা দেখিয়ে মেয়েদের স্কুলকলেজ বন্ধ করে দেবে, বোরখা না পরলে দোররা মারবে, পুর"ষের দাড়ি না থাকলে অপমান করবে, টেলিভিশন বন্ধ হবে, শিল্পচর্চা বন্ধ হবে, নাচগান বন্ধ

হবে। তাদের শরিয়া আর মোমতাজ আলী-ওয়াহিদ ভ্যালিয়াণ্টের শরিয়া কি একই শরিয়া নয় ? তারা কি একই শরিয়ার বই পালন করেন না ? কেমন করে জানব যে শরিয়ার অধিকার পাওয়ার পর মওলানাসাহেবেরা সামাজিকভাবে চাপ দিতে শুর" করবেন না মুসলিম কোর্টে যাওয়ার জন্যে ? এরই মধ্যে একটি কাগজ বিলি হয়ে গেছে বলে শুনেছি যাতে লেখা আছে যে কোন ব্যক্তি বা পরিবার মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যদি শরিয়া কোর্টে না গিয়ে অমুসলমান কোর্টে যায় বিচারের জন্যে তাহলে তাকে অমুসলিম বা মুরতাদ বলে ঘোষণা করা হবে। এটা তারা অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু এর সম্ভাবনা যে আছে সেটা ভুক্তভোগীরা ভাল করেই জানে। আমার এই শরিয়াবিরোধী লেখাটি কি শরিয়ার পরও আমি লিখতে সাহস পাব ? তারা কি আমাকে মুরতাদ আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে ? তখন আমার স্বাধীনতার কি অবস্থা হবে, যে-স্বাধীনতা আমি পরম নিশ্চিন্তে ভোগ করে এসেছি গত ৪৩ বছর ধরে ? তাহলে বলুন, কেন আমি বা আমার মত সমমনা মানুষ, জেনেশুনে খাল কেটে কুমীর আনার প্রস্তাবে একমত হব ?

পশ্চিমের মুক্তজগতেই যখন এই দুর্যোগ তখন আমাদের দেশে কি হ"ছে তা একবার ভেবে দেখুন। জামাত ও তাদেও দোসররা তো উঠেপড়ে লেগেছে বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। ইসলামিক রাষ্ট্র বলতে বোঝায় শরিয়ার শাসন, যার দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বই স্তম্ভিত হয়ে দেখেছে আফগানিস্তানে। খেলার মাঠকে তারা বানিয়েছিল মুণ্ডপাতের মাঠ। প্রাচীন বুদ্ধমুর্তিকে কামান দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেল ওটা মুর্তি ছিল বলে। মেয়েদের করা হয়েছিল গৃহবন্দী। কারো বাড়িতে রেডিও বা ভিসিআর-এ গান শোনা গেলে গুর"তর শাস্তি হত গৃহকর্তার। জানালার পর্দা খোলা থাকলে জবাবদিহি করতে হত। এরকম রাষ্ট্রই কি তারা বানাতে চায় আমাদের দেশে ? একাত্তরে পাকিস্তানী ঘাতকদের সাহায্যে সারাদেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে তাদের তৃপ্তি হয়নি, বন্য পশুদের কাছে স্বদেশের যুবতী মাবোনদের লেলিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, এখন সেই একই গোষ্ঠী দেশকে মানবতার শ্মশান বানাতে উদ্যত হয়েছে। দেশের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কোমল, মহৎ ও মাধুর্যময়, যা কিছু অগ্রমুখী ও সৃজনশীল তাকেই ধ্বংস করে তারা খাঁ-খাঁ মর"ভুমি বানাতে চাইছে। তাদের এখুনি প্রতিহত করা দরকার আমাদের। নইলে আমাদের অস্তিত্ব বিপনড়ব হয়ে উঠবে। দেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে তাদের ধর্ম শান্তির ধর্ম। কিন্তু জামাতের ধর্ম শান্তির ধর্ম নয়, কেবলি শাস্তির ধর্ম, তাদের ধর্ম ধ্বংসের ধর্ম। তারা মানবতার শত্রু, মানবজাতির স্বাভাবিক কোমলবৃত্তির শত্রু। তারা নিজেদের আলার সিপাই বলে দাবি করে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারাই ইসলামের শত্রু। পৃথিবীর কাছে তারাই ইসলামকে খর্ব করেছে। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন এক মধ্যযুগের মতবাদ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণ মানুষকে এখন বুঝতে হবে যে ইসলামের মৌলিক বাণীতে নিষ্ঠুরতা নেই, নিষ্ঠুরতা আছে জামাতের হাতিয়ার শরিয়াতে। তাই জামাত আর শরিয়ার বির"দ্ধে

মানুষকে র"খে দাঁড়াতে হবে। ইসলামের সম্মানের খাতিরেই প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলমানের জন্যে এটি এখন কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আশার কথা যে প্রতিরোধের হাওয়া যেন বইতে শুর" করেছে আস্তে আস্তে। জঙ্গী মৌলবাদের ধ্বংসলিপ্সা থেকে মুসলমান জাতি ও মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার জন্যে দেশেবিদেশের নানা জায়গায় গড়ে উঠছে মুক্তমনা চিন্তাবিদদের সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সংখ্যায় হয়ত এখনো নগণ্য তারা, কিন্তু বিদ্যায় বুদ্ধিতে চিন্তায় চেতনায়, সর্বোপরি, মানবচিত্তের সার্বিক মুক্তিকামনায়, তারা উগ্রবাদীর চাইতে শতগুণ শক্তিমান। পাঠক যদি আগ্রহী হন এদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত খবর জানতে তাহলে আন্তর্জালের মুক্তমনা সাইটটি (www.mukto-mona.com) নিয়মিত পড়ন। আর যদি বাংলাদেশের জামাতীদের পেটের কথা জানতে চান তাহলে দেখুন www.jamatepislami.com এতে ওরা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বোঝাচ্ছে যে জামাতের ধর্মান্ধ, অজ্ঞ, উগ্রবাদীরাই আসলে ইসলামের প্রতিপক্ষ। জামাতের কথাবার্তা ও আচারআচরণ শুধু অনৈসলামিকই নয়, ইসলামবিরোধীও বটে। সুতরাং মুরতাদ আর অমুসলমান বলে যদি ফতোয়া দিতেই হয় কারো বির"দ্ধে তাহলে জামাতের কর্তাদেরই দিতে হবে। অত্যন্ত উদ্ধত উক্তি, সন্দেহ নেই। তবে খোলা মন নিয়ে যদি পরীক্ষা করে দেখেন এদের বক্তব্য তাহলে বুঝবেন যে এরা যা বলছে তা ফেলে দেওয়ার মত নয়। প্রচুর যুক্তি আছে এদের। এরা উদ্ধত হতে পারে কিন্তু অযৌক্তিক নয়। এরা পড়াশুনা করে।

অটোয়া
২৫ যে জানুয়ারী, ২০০৫
মুক্তিসন ৩০

মীজান রহমান : গনিতের অধ্যাপক, অটোয়া প্রবাসী লেখক

© mukto-mona : www.mukto-mona.com